সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থ দ্বিতীয় সংকলন

ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল

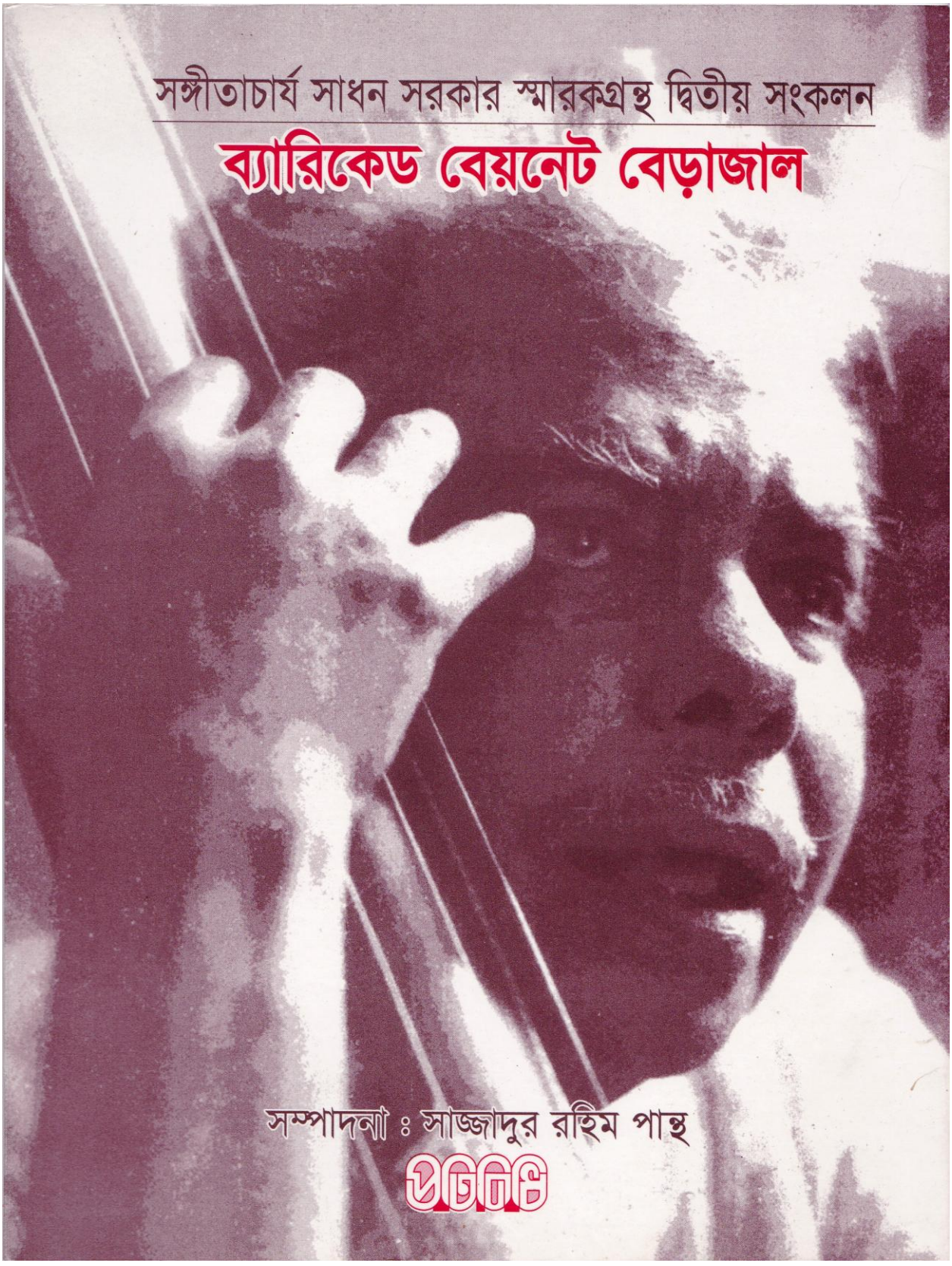

সম্পাদনা : সাজ্জাদুর রহিম পান্থ

সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থ দ্বিতীয় সংকলন

ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল

সম্পাদনা:
সাজ্জাদুর রহিম পান্থ

প্রতিনিধি সংস্কৃতি সংস্থা, খুলনা
যোগাযোগ : ৩৫ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।

সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থ দ্বিতীয় সংকলন
ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল

সম্পাদনা
সাজ্জাদুর রহিম পান্থ

প্রথম প্রকাশ
১ আষাঢ় ১৪১৫
১৫ জুন ২০০৮

প্রকাশক
হুমায়ুন কবির ববি
আহবায়ক, প্রতিনিধি সংস্কৃতি সংস্থা, খুলনা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রতিনিধি সংস্কৃতি সংস্থা, খুলনা

প্রচ্ছদ
দীপক রায়

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি
নূরুল হক লাবলু

অক্ষর বিন্যাস
গৌরাঙ্গ পাল
উত্তরণ প্রেস, খুলনা

মুদ্রণ
উত্তরণ প্রেস
৫৭, ইসলামপুর রোড, খুলনা

মূল্য
৭০.০০ (সত্তর টাকা) মাত্র

উৎসর্গ

সাধন সরকারের সঙ্গীতগুরু

ওস্তাদ মুন্সী রইস উদ্দীন
ওস্তাদ কালীদাস চট্টোপাধ্যায়
ওস্তাদ সামসুদ্দিন
ওস্তাদ কিশোরী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
ওস্তাদ সুকুমার মিত্র
ওস্তাদ শাহজাহান
ও
সাধন সরকারের বাদ্য সহযাত্রী
তবলিয়া ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর ঘোষ

স ম্পা দ কী য়

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থ দ্বিতীয় সংকলন 'ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল' প্রকাশিত হলো। ২০০৫ সালের প্রথম সংকলনের প্রকাশনা অনুষ্ঠানেই আমরা ঘোষণা করেছিলাম কবি আবুবকর সিদ্দিক রচিত সাধন সরকার সুরারোপিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মুক্তিযুদ্ধের সেই অবিস্মরণীয় গান 'ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল' স্মরণে সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থের একটি ভিন্ন সংকলন প্রকাশ করবো। যে কারণে স্মারকগ্রন্থের প্রথম সংকলনে আমরা গানটি সংকলিত করি নি। প্রথম সংকলন হাতে পেয়ে অনেকেই তাই প্রশ্ন করেছিলেন এই বিখ্যাত গানটি সংকলনে না পেয়ে। আমরা আমাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলাম সবিনয়ে। অনেকেরই সাগ্রহ অপেক্ষা ছিলো দ্বিতীয় সংকলনের জন্য। এবারে সেই প্রতীক্ষা শেষ হলো।

পূর্বসূরীদের কাছে উত্তরসূরীদের ঋণ অনেক। কেউ সে ঋণ স্বীকার করে কেউ করে না, আবার কেউ কেউ অস্বীকৃতির বিস্মরণে আত্মঅহংবোধে পথ চলে নির্বিকার। আমরা মানুষের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে সকল মহাপ্রাণ নিবেদিত মানুষেরা তাদের জীবন-প্রতিভা উৎসর্গ করে গেছেন– সেই সকল আলোকিত মানুষদের উত্তরসূরী মনে করি নিজেদের– তাই তাদের সৃষ্টি, আদর্শ, যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি উত্তর প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে চাই; তাদেরকে জানাতে চাই তারা একা নয়, আরও আরও নিবেদিত স্বপ্নচারী মানুষের সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কেঁপেছিল এই জনপদ! শ্বাপদ-সংকুল পথে তারা ধরেছিলেন অগ্নিমশাল! যার আলোয় পথ চলেছিলো হাজারো সংগ্রামী-মুক্তিআকাঙ্ক্ষি মানুষ! আমরা তাদেরই সন্তান, তাদেরই গর্বিত উত্তরাধিকার, তাদেরই রক্তবীজ! তাই তাদের সত্য নিবেদিত, জীবনোৎসর্গ কখনোই মরুপথে হারাতে পারে না। আবারও জাগবে জোয়ার.... মানুষ জাগবে ফের! পুনরায় জাগবে মানুষ!!

সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ তাই নিছক গুরুঋণ শোধ নয় এ এক সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারাবাহিক প্রদীপ্ত উত্তরণ। দেশ যখন আজ আবারও দিশাহীন, মানুষ যখন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি আর বাজার দখলের অসহায় ক্রীড়ানক, পাট শিল্পসহ প্রায় সকল মিল-কল-কারখানা বন্ধ কিম্বা লুঠতরাজের মহাযজ্ঞ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি যখন লাগামহীন, গণতন্ত্র যখন সামরিক উর্দি আর আন্তর্জাতিক লুটেরাচক্রের সেবাদাস বিভিন্ন অর্থগৃধ্নু চক্রের হাতের মুঠোয়, মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তি যখন রাষ্ট্র-ক্ষমতার বড় অংশীদার তখন সাধন সরকারের গান আমাদের উজ্জীবিত করে– রক্তে আনে দ্রোহের উত্তাপ, চেতনায় মুক্তির উত্তাল আহ্বান! আমরা ফিরে যাই আমাদের রক্তেভেজা-নোনাগন্ধী-প্রাণপোড়ানো '৫২... '৬৯ ... '৭১..... '৯০ এর সাহসী উত্তাল মহাজাগরণকালে!

এই দ্বিতীয় সংকলনে 'ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল'সহ ৩১টি গান থাকছে। গীতিকারদের তালিকাও আকর্ষণীয়। কাজী নজরুল ইসলামের ছড়া, জীবনানন্দ দাশের কবিতার সুরারোপসহ কবি আবুবকর সিদ্দিক, সুশান্ত সরকার, অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক, উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন দাস, গৌরদাস বিশ্বাস, আব্দুল হাই আল হাদী, মোতাহার হোসেন, মুহাম্মদ রেজাউল করিম এর লেখা গান স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। সাধন সরকারকে নিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন-স্মৃতিচারণমূলক লেখা লিখেছেন দেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক-সংস্কৃতজন কামাল লোহানী, শিক্ষাচিন্তাবিদ, লেখক-অধ্যাপক শফি আহমেদ ও সাহিত্যিক-গীতিকার অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক। উভয় সংকলনের লেখাগুলোর মধ্যে দিয়ে সাধন সরকার এবং তাঁর সময়কে চিনে নেয়া যাবে সহজেই। আমাদের অভিপ্রায়ও তাই– সামগ্রিক সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে সকল মহৎ কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিকে ও তার স্রষ্টাকে। গীতিকার এবং লেখকদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই গানগুলো যদি প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, উদ্দীপ্ত কণ্ঠে উত্তাপ ছড়ায়, শুভ আর সুন্দরের জয়ডাঙ্কা যদি বাজে নতুনের আহ্বানে এই সংগীত-সংস্কৃতির উদ্বোধনে– তবেই সার্থক আমাদের এই পরিশ্রমী উদ্যোগ।

'ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল' গানটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচার এর ব্যাপারে খুলনারই আরেক গুণি সঙ্গীতজ্ঞ কালিপদ দাস অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই এই তেজদীপ্ত প্রতিবাদী গানটি সকল নিপীড়িত মানুষের সম্পদে পরিণত হয়, স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচারের কল্যাণে! এই সুযোগে কালিপদ দাসকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই। স্মারকগ্রন্থের গত সংকলনে সাধন সরকার সৃষ্ট নতুন রাগ 'ভাটিয়াল' সম্পর্কিত মুখবন্ধ লেখাটি সঙ্গীতজ্ঞ কালিপদ দাসের, ভুলবশত তাঁর নামটি দেয়া হয় নি এ জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

প্রকাশের দায় নেয়ার জন্য প্রতিনিধি'র কাণ্ডারি হুমায়ুন কবির ববিকে আন্তরিক অভিনন্দন। সাধন সরকার কন্যা সুতপা দে সরকারকে আমার এবং প্রতিনিধি'র পক্ষ থেকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ– সাধন সরকারকৃত স্বরলিপি সরবরাহ এবং প্রুফ দেখার মতো কঠিন দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করার জন্য। এই সংকলনের যৌক্তিক সম্পাদন, সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব এর জন্য আব্দুল হক খান তিসাঁ'র আন্তরিক পরামর্শ, জাহাঙ্গীর কবির টফি'র সতর্ক দৃষ্টি আর গৌরাঙ্গ পালের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। প্রচ্ছদের ছবি নিজের তোলা পুরনো সংগ্রহ থেকে সাগ্রহে প্রদান করার জন্য নূরুল হক লাবলুকে অশেষ ধন্যবাদ। সর্বোপরি যারা সহায়তা এবং উৎসাহ দিয়েছেন এই কাজে তাদের সকলকে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা।

সাজ্জাদুর রহিম পান্থ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মনিরুজ্জামান মনি, ভারপ্রাপ্ত মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন

বেগম রেহানা আক্তার, ডাঃ শেখ বাহারুল আলম, নিশাত জাহান রানা, স্বপন গুহ, কাজী ওয়াহিদুজ্জামান, দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়াদুদুর রহমান পান্না, অধ্যক্ষ দেলওয়ারা বেগম, শেখ আবু হাসান, রফিকুল ইসলাম খোকন, রোজী রহমান, মিজানুর রহমান লাভলু, এ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম, এ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ হোসেন বাচ্চু, আজমল আহমেদ তপন, ফজলে খোদা বাচ্চু, মেহেরাব-উল গনি, মনোয়ার মোস্তফা, নাঈমুজ্জামান মুক্তা, ফারহানা ইয়াসমিন লিজা, রফিকুল ইসলাম সাথী, মাসুদ হাসান চৌধুরী শুভ্র, আজমল হোসেন, মুন্সী সেলিম আহমেদ, অধ্যাপিকা লুৎফুন্নাহার, মোস্তফা হামীম, সুফিয়া খানম, তারক চন্দ্র কুণ্ডু, মালিক সরোয়ার উদ্দিন, গৌতম বিশ্বাস, হেসিন মুন্সী, এডেল বার্ড বাড়ৈ, রেবেকা স্নিগ্ধা বাড়ৈ, সব্যসাচী দাস, মনিশংকর নাগ, বিথী বিশ্বাস, পার্থ প্রতীম সাহা, তিসাঁ আব্দুল হক খান, জাহাঙ্গীর কবির টফি, নাজমুল আযম ডেভিড, শামীম আরফীন, মিজানুর রহমান বিজয়, উত্তম কুমার ঘোষ, প্রভাষক বিজয় মৈত্র, সুতপা দে সরকার ও মঞ্জু সরকার।

প্রকাশকের কথা

২০০৫ সালের সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার এর ত্রয়োদশ মৃত্যুবার্ষিকীতে 'প্রতিনিধি' প্রকাশ করেছিলো 'সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থ'। সাধন সরকার সুরারোপিত ৭৭টি স্বরলিপিসহ গান, সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অভিযান' কাব্যনাট্যের স্বরলিপিসহ সাধন সরকার সম্বন্ধে দেশের শিল্প-সাহিত্য অঙ্গনের বিশিষ্টজনদের মূল্যায়ন, স্মৃতিকথা, তাঁর নিজের লেখা, গল্প, সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন এর রূপ দেবার চেষ্টা ছিলো আমাদের। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিশীল অনবদ্য গানের অফুরন্ত ভান্ডার, তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা আর প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তখনই আমরা ঘোষণা করেছিলাম সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থের দ্বিতীয় সংকলন অচিরেই প্রকাশ করবো। দুঃসাহসিক এই উচ্চারণে উদ্বুদ্ধ করেছিলো বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের দুই অসামান্য কৃতি মানুষ হাসান আজিজুল হক আর ওয়াহিদুল হক এর স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আন্তরিক উপস্থিতি এবং সাধন সরকার এর বন্ধু-শুভানুধ্যায়ীদের গ্রন্থটি সম্পর্কে আগ্রহ, শংসা এবং নন্দিত সমর্থন।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় আমাদের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সামর্থ্যকে হার মানিয়েছিলো। কিন্তু মনের জোরে আর শুভেচ্ছার উচ্ছ্বাসে নিজের শরীর সামর্থ্যকে যতটা উজাড় করা যায়, কাগজ-কালি-ছাপাখানার মূল্যের হিসাবি পরিশোধ ততটা সহজ নয় মোটেই। তাই দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হলো– অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্ব আর বেনিয়া সংস্কৃতির নগ্ন আগ্রাসনের এই পথ-দিশাহীন-প্রদোষকালে কিছু মানুষের শেকড় আঁকড়ে থাকার সচেতন প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে সাহসী করে এই ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়নের দায় কাঁধে নেয়ার। 'প্রতিনিধি' সেই শেকড় সন্ধানী মানুষের প্রতিনিধি। তাই একদল সাহসী তরুণের প্রচেষ্টা আর অভিজ্ঞ-ঋদ্ধ মানুষের সৃষ্টিশীল উত্তরাধিকার এর অহংকার ধারণ করে 'প্রতিনিধি' পূর্ণ করেছে তার পঁচিশ বছর। সন্দেহ নেই 'সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থ' প্রথম ও দ্বিতীয় সংকলন আমাদের প্রচেষ্টার উজ্জ্বলতম স্মারক।

সাধন সরকার এর সুরসৃষ্টিকে ধরে রাখার এই উদ্যোগ 'প্রতিনিধি' তার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতিশ্রুতি থেকেই নিয়েছে– নিছক সংস্কৃতির বৈশ্যগিরি বা প্রচারমোহান্ধ-বিকৃতি থেকে নয়। আমরা বিশ্বাস করি সাধন সরকার সৃষ্ট সেই সব গণমানুষের গান, সুস্থ-সুরুচির সঙ্গীত আমাদের বন্ধু-সহযোদ্ধারা মানুষের মাঝে নিয়ে যাবেন মানব মুক্তির সংগ্রামী আন্দোলনে। যে স্বপ্ন সাধন সরকারসহ তাঁর বন্ধু-সহযাত্রীরা দেখতেন।

এই দ্বিতীয় সংকলনে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই বাংলাদেশের সংস্কৃতির অগ্রযাত্রার সংগ্রামী সৈনিক। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এ জন্য তাঁদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা। সাধন সরকার এর অন্যতম ছাত্র প্রতিনিধি'র কর্মী সাজ্জাদুর রহিম পাছু দ্বিতীয় সংকলনের সম্পাদনার দায়ও নিয়েছেন নিজস্ব প্রতিশ্রুতি-আগ্রহ আর গুরুঋণ পরিশোধ এর মোক্ষম সুযোগ হিসেবে। তাকে ধন্যবাদ।

প্রকাশনা'র ভার লাঘবের জন্য যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার এর ষোড়শ মৃত্যু বার্ষিকীতে 'স্মারকগ্রন্থে'র দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশ করতে পেরে 'প্রতিনিধি' গর্বিত। তাঁর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা নিরন্তর–

হুমায়ুন কবির ববি
আহ্বায়ক
প্রতিনিধি সংস্কৃতি সংস্থা, খুলনা।

সূচিপত্র

১. সাধন সরকার		৯
২. শিল্পী সংগ্রামী সাধন সরকার	কামাল লোহানী	১১-১২
৩. তাঁর সুর ও জীবনের সাধন	শফি আহমেদ	১৩-১৫
৪. একজন সাধন সরকার	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	১৬-১৮
মুক্তিযুদ্ধের গান, দেশের গান, একুশের গান		২০-৪৪
৫. ব্যারিকেড বেয়নেট	আবু বকর সিদ্দিক	২০-২১
৬. আমাদের সংগ্রাম চলবে	আবু বকর সিদ্দিক	২২-২৩
৭. বাংলাদেশের মানুষ তোমরা বলো	আবু বকর সিদ্দিক	২৪-২৫
৮. ভালোবেসেছিল ওরা প্রিয় কথাগুলোকে	আবু বকর সিদ্দিক	২৬-২৭
৯. ও আমার জনম নাড়ী জ্বলে গেল	আবু বকর সিদ্দিক	২৮
১০. একটি নতুন দেশ বাংলাদেশ	আবু বকর সিদ্দিক	২৯
১১. গেরিলা বাংলা গুপ্তযোদ্ধা	আবু বকর সিদ্দিক	৩০
১২. ও ভাই তোরা দেখে যারে দেখে যা	শ্রীগৌরদাস বিশ্বাস	৩১
১৩. বলো জয় বাংলা বাংলা	আবু বকর সিদ্দিক	৩২-৩৩
১৪. মনে পড়ে যায় আজ কত কথকতা	আবু বকর সিদ্দিক	৩৪-৩৫
১৫. ওমা তোমার স্নেহের কোলে	মুহম্মদ রেজাউল করিম	৩৬-৩৭
১৬. সোনার শস্যে রক্ত লিখছে গান	নগেন দাস	৩৮-৩৯
১৭. ঝাউ পিয়াল বন	মোঃ মুজিবর রহমান	৪০-৪১
১৮. আবার আসিব ফিরে	জীবনানন্দ দাশ	৪২-৪৪
আধুনিক গান, রাগপ্রধান গান, ছড়া গান		৪৬-৭১
১৯. আমার ছোট কুটির মাঝে প্রদীপখানি জ্বালো	মোহাতার হোসেন	৪৬-৪৭
২০. বিদায় বাঁশরী শোনাতে আসিনি	উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৮-৪৯
২১. তোমার চোখের কাজল যেন	এম. এ. রমজান	৫০-৫১
২২. তোমার কণ্ঠে সুরভী দিয়া পাইবে আমার গান	মোহাতার হোসেন	৫২
২৩. দুটি হাত ফুলে ভরে	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৫৩
২৪. ওগো নদী তীর ভেঙ্গে তুমি	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৫৪
২৫. তোমার সুখেই আমি সুখী	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৫৫
২৬. লাইলী! ফিরোছো কি প্রিয়তমা	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৫৬-৫৭
২৭. নীল আকাশটা	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৫৮-৫৯
২৮. ভালোবাসার স্বপ্ন যেন	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৬০-৬১
২৯. মনের বেসাতী নিয়ে	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৬২
৩০. নেংটি ইঁদুর নামটি হলেও	আব্দুল হাই আল হাদী	৬৩
৩১. জয় জয় রাধিকা জয়গিরিধারী	সুশান্ত সরকার	৬৪
৩২. আনন্দে নাচিছে দেখ গোপবালাগণ	সুশান্ত সরকার	৬৫
৩৩. কে এলো আজিকে গোপনে	সুশান্ত সরকার	৬৬-৬৭
৩৪. আর কোনদিন আমি শোনাব না গান	সুশান্ত সরকার	৬৮-৬৯
৩৫. ভোর হলো দোর খোল	কাজী নজরুল ইসলাম	৭০-৭১
৩৬. বর্ণক্রমিক সূচি		৭২

বর্ণানুক্রমে গানের সূচি

আমাদের সংগ্রাম চলবে	আবু বকর সিদ্দিক	২২-২৩
আবার আসিব ফিরে	কবি জীবনানন্দ দাসের কবিতা	৪২-৪৪
আমার ছোট কুটির মাঝে প্রদীপখানি জ্বালো	মোহাতার হোসেন	৪৬-৪৭
আনন্দে নাচিছে দেখ গোপবালাগণ	সুশান্ত সরকার	৬৫
আর কোনদিন আমি শোনাব না গান	সুশান্ত সরকার	৬৮-৬৯
একটি নতুন দেশ বাংলাদেশ	আবু বকর সিদ্দিক	২৯
ও আমার জনম নাড়ী জ্বলে গেল	আবু বকর সিদ্দিক	২৮
ও ভাই তোরা দেখে যারে দেখে যা	শ্রীগৌরদাস বিশ্বাস	৩১
ওমা তোমার স্নেহের কোলে	মুহম্মদ রেজাউল করিম	৩৬-৩৭
ওগো নদী তীর ভেঙ্গে তুমি	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৫৪
কে এলো আজিকে গোপনে	সুশান্ত সরকার	৬৬-৬৭
গেরিলা বাংলা গুপ্তযোদ্ধা	আবু বকর সিদ্দিক	৩০
জয় জয় রাধিকা জয়গিরিধারী	সুশান্ত সরকার	৬৪
ঝাউ পিয়াল বন	মোঃ মুজিবর রহমান	৪০-৪১
তোমার কণ্ঠে সুরভী দিয়া পাইবে আমার গান	মোহাতার হোসেন	৫২
তোমার চোখের কাজল যেন	এম.'এ. রমজান	৫০-৫১
তোমার সুখেই আমি সুখী	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৫৫
দুটি হাত ফুলে ভরে	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৫৩
নেংটি ইঁদুর নামটি হলেও	আব্দুল হাই আল হাদী	৬৩
নীল আকাশটা	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৫৮-৫৯
ব্যারিকেড বেয়নেট	আবু বকর সিদ্দিক	২০-২১
বাংলাদেশের মানুষ তোমরা বলো	আবু বকর সিদ্দিক	২৪-২৫
বলো জয় বাংলা বাংলা	আবু বকর সিদ্দিক	৩২-৩৩
বিদায় বাঁশরী শোনাতে আসিনি	উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৮-৪৯
ভোর হলো দোর খোল	কবি কাজী নজরুল ইসলাম	৭০-৭১
ভালোবাসার স্বপ্ন যেন	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৬০-৬১
ভালোবেসেছিল ওরা প্রিয় কথাগুলোকে	আবু বকর সিদ্দিক	২৬-২৭
মনে পড়ে যায় আজ কত কথকতা	আবু বকর সিদ্দিক	৩৪-৩৫
মনের বেসাতী নিয়ে	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৬২
লাইলী! ফিরোছো কি প্রিয়তমা?	অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক	৫৬-৫৭
সোনার শস্যে রক্ত লিখছে গান	নগেন দাস	৩৮-৩৯

সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থ দ্বিতীয় সংকলন

"সাধন সরকার
আমার লেখা প্রচুর গণসংগীতে
সুর করলেও ঘটনাক্রমে তথা
সৌভাগ্যক্রমে 'ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল'
গানটি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ
চলাকালে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র
থেকে প্রচারিত হওয়ার ফলে পরবর্তীকালে
তাঁর ও আমার মুখ্য পরিচিতি হয়ে দাঁড়ায় এই
গানের সুরকার ও গীতিকার হিসেবে।
.... খুলনা শহরের চৌখুপীতে সাধন বাবুর মত
বড় মাপের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব কী কষ্টকরভাবে এঁটে
আছে, ভেবে কষ্ট পেতাম। .... সাধন বাবু খুলনার মানুষদের
কাছ থেকে ভালোবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রচুর পেয়েছেন। কিন্তু দেশ তাঁর
প্রতিভার যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিন্দুকল্প
হলেও তো কৃতজ্ঞ তাঁর প্রতি! কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর যখন উপযুক্ত মুক্ত বাতাস
এসে গেল, তখনো উপেক্ষিত-বিস্মৃত খুলনার সাধন সরকার।"

—কবি আবুবকর সিদ্দিক